তারিখ 24 NOV 1991
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

16

আজকের কাগজ

শিক্ষা গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত
—রাষ্ট্রপতি

কাগজ প্রতিবেদক : রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস বলেছেন, শিক্ষা গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। তাই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আগামী দু' হাজার সালের মধ্যে দেশের সকলকে শিক্ষিত করে তোলার কর্মসূচিকে সফল করতে সমাজের সকল শিক্ষিত মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। গতকাল শনিবার বিকেল তিনটায় বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির এক জাতীয় সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেলেন।

বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির ষোড়শ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে এ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন ডঃ খন্দকার বজলুল হক। আলোচনার বিষয় ছিল 'বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির ষোল বছর।' এ আলোচ্য বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব অধ্যাপক মোঃ ওসমান গনি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের উপনেতা অধ্যাপক এ. কিউ. এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, ইউনিসেফ বাংলাদেশ প্রতিনিধি কোল পি ডজ, ইউএনডিপি বাংলাদেশ প্রতিনিধি উইনস্টন টেম্পল। এছাড়াও আলোচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামছুল হক। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস বলেন, বাংলাদেশে নিরক্ষরতার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শিক্ষার ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের ডাক দিয়েছেলেন। এদেশের মানুষ ও মাটি দেশ ও জাতির জন্যে বিপ্লব করতে পারে। শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। ইউনিসেফের বাংলাদেশ প্রতিনিধি কোল পি ডজ বলেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যত শিক্ষিতের হার নির্ভর করছে শিশু সন্তানদের ওপর।

ইউএনডিপি বাংলাদেশ প্রতিনিধি উইনস্টন টেম্পল বলেন, বর্তমান বিশ্বে লোক সংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ অশিক্ষিত। কিন্তু বাংলাদেশে লোকসংখ্যার শতকরা ৬৭ ভাগ অশিক্ষিত। বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার বাড়তে থাকলে, আগামী ২ হাজার সাল নাগাদ বিশ্বের অশিক্ষিতের হার যখন হবে শতকরা ৫ ভাগ তখন বাংলাদেশে অশিক্ষিতের হার হবে শতকরা ৬৩ ভাগ।